তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ,মালহামা এবং গাজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতি

– নাসিম আহমাদ

লাস্ট ইরা অ্যানালাইসিস সম্পর্কে জানতে স্ক্যান করুন।

PDF by: Last Era Analysis

প্রথম প্রকাশঃ ৩ এবং ১৩ জুন ২০২২ (২ পর্বে, ফেসবুকে)

দ্বিতীয় প্রকাশঃ পিডিএফ, ২৮ জুন ২০২৫ ইং ⁝ ২ মুহাররম ১৪৪৭ হিজরী

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মালহামা এবং গাজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতি ⁝ পর্ব- ১

সৃষ্টির শুরু থেকেই রাজায় রাজায় লড়াই করে আর সাধারণ মানুষের প্রাণ যায়। কিন্তু সাধারণ মানুষ তার ফল ভোগ করে। সাধারণ মানুষের শান্তির জীবনে ছেদ পড়ে। প্রতিটি যুদ্ধে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় শত-কোটি পরিবার, মৃত্যু হয় লক্ষ-কোটি স্বপ্নের। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে। আর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হবে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে ভয়ঙ্কর এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হবে আরো বেশি। কারণ এই বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত হবে শক্তিশালী সব পারমাণবিক অস্ত্র। ১৯৪৫ সালে জাপানের হিরোশিমা এবং নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার আঘাতের ফলে তেজস্ক্রিয়তার যে ভয়াবহতা সারা বিশ্বের মানুষ দেখেছে তা আজও বিভীষিকার জন্ম দেয়।

ধরুন কোনো এক শান্ত সুন্দর সকালে আপনি যখন পরিবারের সাথে নাস্তা সেরে, ফুরফুরে মেজাজে কাজে বের হবেন বলে ভাবছেন। তখন হয়তো শুনতে পাবেন যুদ্ধ পূর্ববর্তী ৪ মিনিটের সাইরেন। ৪ মিনিটের সেই সাইরেনে আপনাকে সতর্ক হয়ে উঠতে হবে এবং পরিবার নিয়ে নিরাপদ স্থানে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু নির্দিষ্ট কোন দিন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাইরেন বেজে উঠবে তা আপনি নিজেও জানেন না। তাই বিশ্ব এবং আপনার বসবাসের ভূখণ্ডের সার্বিক পরিস্থিতি দেখে বিবেক, বুদ্ধি, মস্তিষ্ক দিয়েই বুঝে নিতে হবে কী হতে যাচ্ছে বা হতে পারে আগামীর দিনগুলোতে।

গত কয়েক বছরে রাশিয়া তার দেশের প্রায় ৪ কোটি নাগরিকদের ট্রেনিং করিয়েছে। ৩য় বিশ্বযুদ্ধে কিভাবে নিজেকে নিরাপদ করে রাখবে এবং তাদের জন্য মাথাপিছু খাদ্য ও বরাদ্দ করা আছে। তলে তলে পরাশক্তি গুলো ঠিকই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। তাহলে আমরা অজ্ঞ থাকবো কোন ভরসায়। আমার বিশ্বাস ৭১ সালে যদি আমাদের পূর্ব প্রস্তুতি থাকতো তবে আমাদের ক্ষয়ক্ষতি এত ব্যাপক হতো না। তাই আরেকটি ভুল আমরা করতে চাই না।

এই লিখা তাদের জন্য নয় যারা মনে করেন,

● আসহাবে কাহাফগন কোনরকম প্রস্তুতি ছাড়াই কেবলমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে নগর থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন। অত:পর আল্লাহই তাদের রক্ষা করেছেন।

● মূসা (আ:) কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই তার অনুসারীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন। অত:পর আল্লাহই তাদেরকে রক্ষা করেছেন।

● সুতরাং যারা মনে করেন ৩য় বিশ্বযুদ্ধের জন্য এত চিন্তা, গবেষনা বা পেরেশানি, প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। তাহলে আপনারা বাকিটুকু পড়ে সময় নষ্ট করবেন না দয়া করে।

এই লিখা তাদের জন্য, যারা মনে করেন,

● ইউসুফ (আ:) দূর্ভীক্ষ মোকাবেলা করার জন্য ৭ বছর আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছেন। খাদ্য গুদামজাত করার ব্যবস্থা করেছেন।

● নূহ (আ:) বিপর্যের আগেই নৌকা তৈরী করে রেখেছিলেন।

● রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সাধ্যমত প্রস্তুতি নিয়ে বদর জিহাদের ময়দানে হাজির হয়েছেন। সুতরাং আমাকেও সাধ্যমতো প্রস্তুতি নিতে হবে।

৩য় বিশ্বযুদ্ধ বা মালহামা যা ক্রমান্বয়ে সারা পৃথিবীতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে আবার ভৌগলিকভাবে আমরা এমন একটি অঞ্চলে বসবাস করি যারা মোকাবেলা করবে গাজওয়াতুল হিন্দ। সুতরাং আমাদের প্রস্তুতিটাও হতে হবে এই উভয় সংকট মাথায় রেখে। এ যুদ্ধে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার একটি বৃহৎ অংশ মানে অর্ধেকেরও বেশী খাদ্যের অভাব এবং যুদ্ধে বিলুপ্ত হবার আশংকা রয়েছে। তাই ধরে নিবেন আপনিও তাদের মধ্যে একজন। আর যদি বেঁচেও যান তবুও নিজের প্রস্তুতি এবং পরিবারকে প্রস্তুত রাখুন। আশা করি কল্যানের পথে ধাবিত হবেন।

প্রস্তুতিটাকে বিভিন্নভাগে ভাগ করে নিলে বুঝতে ও পদক্ষেপ নিতে সুবিধা হবে। যেমনঃ

ক. আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি। খ. শারিরীক প্রস্তুতি।

গ. মানসিক প্রস্তুতি। ঘ. অর্থনৈতিক ও খাদ্য প্রস্তুতি। ঙ. মূল জিহাদের প্রস্তুতি।

ক. আধ্যাত্মিক প্রস্তুতিঃ

১। প্রকৃত ঈমানদার মুসলিম হওয়ার জন্য কোরআন-হাদিসে যে সব শর্ত বা বৈশিষ্টের কথা বলা হয়েছে তা পুরোপুরি মেনে চলার চেষ্টা করুন।

২। সকল ফরজগুলোর ব্যাপারে কঠোর যত্নবান হোন, মানতে চেষ্টা করতে থাকুন, ফাঁকিবাজি করবেন না।

৩। যতটুকু সম্ভব কুরআন মুখস্থ করুন। (নুন্যতম নামাজের জন্য যতটুকু প্রয়োজন। সাথে সূরা কাহাফ এর ১ম ও শেষ ১০ আয়াত এবং জরুরী দোয়া সমূহ।)

৪। ধীরে ধীরে সকলের সাথে দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলুন।

৫। ভুল ত্রুটি বা কারো সাথে ঝগড়া মনোমালিন্য থাকলে ক্ষমা চেয়ে নিন। বেশী করে তাওবা, ইসস্তিগফার করুন।

৬। প্রতিদিন কুরআন-হাদিস অধ্যায়ন করুন, যতটুকু সম্ভব।

৭। কুরআন তাফসিরসহ, হাদিস এবং গুরুত্বপূর্ন কিছু বই এর হার্ড কপি নিজের কাছে, বাড়ির সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায় রাখুন।

৮। সিনেমা, গান, নাটক, অসৎ সঙ্গ পরিহার করুন।

৯। আপনার পরিবার, নিকট আত্মীয়দের এসব ব্যাপারে সতর্ক করুন।

খ. শারীরিক প্রস্তুতিঃ

১। সব রকমের GMO food (জেনেটিক মডিফাই খাদ্য) পরিত্যাগ করুন। হাইব্রিড, কীটনাশকযুক্ত খাদ্য যতটুকু সম্ভব এড়িয়ে চলুন।

২। অ্যালোপ্যাথিক/হোমিওপ্যাথিক ঔষধ বর্জন করুন। প্রয়োজন মতো অবশ্যই চিকিৎসা নিতে পারবেন। বর্জন বলতে মূলত বুঝিয়েছি, যে রোগ প্রাকৃতিক ভেষজ ব্যবহারে ভালো হয় তা প্রাকৃতিকভাবে সেরে ফেলুন। অন্যথায় অ্যালোপ্যাথিক/হোমিওপ্যাথিকের দ্বারস্থ হতে পারেন।

৩। ভেষজ ঔষধ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করুন। ভেষজ ঔষধের ব্যবহার সম্পর্কিত বই পড়ুন।

৪। নিয়মিত শরীরচর্চা, বিশেষ করে দৌড়ানো, সাঁতার কাটা, ভারী জিনিস বহন এবং পরিশ্রম করার মনোবল রাখুন, চেষ্টা করুন। হাঁটাতে হবে কমপক্ষে ২৫-৩০ মিনিট সপ্তাহে ৭/৫ দিন।

৫। কমন রোগ যেমন গ্যাষ্টিক, ডায়াবেটিস, জ্বর, মাথাব্যথা, সর্দি, বমি এসবের জন্য ভেষজ ঔষধ সেবনের চেষ্টা করুন, সম্ভব হলে বাড়িতে সংরক্ষণ করুন, ভেষজ ঔষধী গাছ লাগান।

৬। বাড়িতে টিউবওয়েল বা চাপকল বসান। সাপ্লাই পানির উপর নির্ভরতা ১০০% কমিয়ে ফেলুন।

৭। কমপক্ষে ২ বছরের জন্য সাবান, ব্যান্ডেজ, স্যাভলন, ব্লেড, সুই, সুতা, দিয়াশলাই, মোমবাতি, ব্যাটারিচালিত টর্চলাইট ও ব্যাটারি ক্রয় করে রাখবেন যখন নিশ্চিত হবেন যে, মালহামা শুরু হয়ে গেছে এবং আপনার দিকে ধেয়ে আসছে। যদি দেশের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের মতো যুদ্ধপরিস্থিতি হয় তাহলে ২ বছরের ক্রয় করবেন না। সহজে বহন করে এখানে-সেখানে নিয়ে যেতে পারবেন সে পরিমাণ কিনবেন।

৮। জ্বালানীবিহীন বিদ্যুৎ উৎপাদন করার জন্য সোলার প্যানেল ব্যবহার করুন।

৯। পরিবারের সবার জন্য কমপক্ষে ২টি করে ভালো মানের রেইনকোর্ট, পর্যাপ্ত শীতের ভারী জামা ও জরুরী জামা-কাপড় ক্রয় করে রাখুন। শূন্য ডিগ্রি বা মাইনাস তাপমাত্রার উপযোগী পোশাক সংগ্রহ করুন।

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

"বরফের উপর দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে হলেও তার (মাহদী আ.)- এর সাথে যোগদান করো। কারণ সে আল্লাহর খলীফা মাহদী।" (সুনানে ইবনে মাজাহ, ৪০৮৪)

১০। পরিবারের সকলের জন্য ফিউম মাস্ক বা গ্যাস মাস্ক ১ টি করে এবং ডাস্ট মাস্ক (ধুলাবালি প্রতিরোধী) সংগ্রহ করে রাখুন।

১১। বসবাস করার জন্য যে কোনো শহর, বন্দর ত্যাগ করুন। যত অজো পাড়া গাঁ হবে (গ্রাম-পাহাড়) ততই ভালো। উত্তম হবে পাহাড়ী এলাকা ও প্রাকৃতিক ঝর্না বা অধিক বৃষ্টি হয় এমন এলাকা। বেশী জনবসতি এলাকা পরিহার করুন। ঢাকা-চট্টগ্রামসহ জনসংখ্যা ঘনবসতিপূর্ণ শহরগুলোর ভাই-বোনদের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ রইলো।

আজকাল মানুষ টাকা-পয়সা হলে শহরে পাড়ি জমায়, শখের বশে হলে শহরে পাড়ি জমিয়ে বাড়ি-গাড়ি করতে পারেন, তবে শেষ জামানা সম্পর্কে হাদিস-কুরআনের এবং বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখা আবশ্যক। অথচ আমরা খুবই উদাসীন এসব ব্যাপারে। শহরের দূষিত নোংরা পরিবেশের চেয়ে গ্রাম/পাহাড়ি প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেক নিরাপদ। হাদিসে স্পষ্টভাবে বলা আছে, ইমানদার মুসলিমরা তার দ্বীন সাথে নিয়ে ফিতনা মুক্ত অঞ্চলে চলে যাবে।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

"সেদিন দূরে নয়, যেদিন মুসলিমের উত্তম সম্পদ হবে কয়েকটি বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চূড়ায় অথবা বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে। ফিতনা হতে সে তার ধর্ম সহকারে পলায়ন করবে।" (সুনানে আন-নাসায়ী, ৫০৩৬ , সহীহ বুখারী, ১৯ , ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৮)

১২। যারা একত্রে বসবাস করবেন তাদের নিরাপত্তার জন্য নিরাপত্তা (শত্রুর সাথে লড়াইয়ের) যন্ত্রপাতি (প্রতিরোধ করার মতো অস্ত্র) সংগ্রহে রাখার চেষ্টা করুন।

১৩। সকল পুরুষ সদস্য একত্রে ঘুমাতে বা কোথাও সফরে যাবেন না। গ্রুপ করে পালাক্রমে পাহারা দিন/সফরে জান।

১৪। আশেপাশের জনপদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য বাইসাইকেল রাখতে পারেন। অথবা পরিস্থিতি বিবেচনায় দ্রুত যোগাযোগ করার পদ্বতি আবিষ্কার করার চেষ্টা করুন।

১৫। ক্ষুধা, তৃষ্ণা সহ্য করার অভ্যাস করুন। লবণ ছাড়া খাওয়া শিখুন, শাকসবজি তেল ছাড়া সিদ্ধ করে খাওয়া শিখুন।

১৬। মাটির নিচে ঘর তৈরী করুন, বাড়ি থেকে সহজে বের হওয়ার পথ তৈরী করে রাখুন। (একটু পর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আসছে...)

১৭। তাবু তৈরী করার সরঞ্জাম ব্যবস্থা করুন। মজবুত তাবু বানানো শিখে রাখুন।

১৮। আপনার এলাকার অবসরপ্রাপ্ত বা কর্তব্যরত ডিফেন্স বাহিনীর সদস্যদের সাথে পরামর্শ করে তাদের কাছ থেকে প্রশিক্ষন গ্রহন করুন।

১৯। পাড়ায় পাড়ায় সেচ্ছাসেবক টিম গঠন করার চেষ্টা করুন। যদি সমস্যা হয় স্থানীয় প্রশাসন বা জন প্রতিনিধিদের কাছে বিষয়টি বুঝিয়ে অনুমতি নিয়ে নিন।

গ. মানসিক প্রস্তুতিঃ

১। এ যুদ্ধের শুরুতেই সারা পৃথিবীর ইন্টারনেট ,বিদ্যুৎ ও মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা ধ্বংস করে দেওয়া হতে পারে। ফলে, দেশে- বিদেশে থাকা আত্নীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব এমনকি পরিবারের কেউ যদি প্রবাসে থাকে তার সাথে চিরদিনের মতো যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে তার জন্য প্রস্তুত হোন।

২। বৈদেশিক বানিজ্য ও লেনদেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে আমদানিকৃত পন্য, বিদেশে উৎপাদিত জরুরী ঔষধ ও যন্ত্রপাতি আসা বন্ধ হয়ে যাবে। ফলে, আপনার কাছের মানুষজন যারা ঐ সব ঔষধের উপর নির্ভর করে তারা চিকিৎসা হীনতায় ভোগবে এবং ইমার্জেন্সি রোগীরা এক পর্যায়ে মারা যাবে, তার জন্যও প্রস্তুত হোন।

৩। চারিদিকে মৃত্যু, লাশ আর নানান ধরনের অঘটন শুনতে পাবেন, যা এখন কল্পনাতেও আসে না, এমন পরিস্থিতির জন্য মনকে শক্ত করুন।

৪। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তীব্র সংকট শুরু হবে..... চাল, ডাল, তেল, লবন, পেয়াজ,মরিচ ইত্যাদি। আপনার কাছে টাকা থাকবে হাজার হাজার কিন্তু ঐ টাকার বিনিময়েও আপনি জিনিসপত্র কিনতে পারবেন না। ফলে পারিবারিক খাদ্য সংকট কিভাবে সামাল দিবেন সে চিন্তা করুন, মনকে শক্ত রাখুন। কারন এ সময় ভেঙ্গে পরলে বাকিরাও টিকতে পারবে না।

৫। হয়তো নিজ পরিবারের এক বা একাধিক সদস্য মারা যাবে, আহত হবে, অসুস্থ হয়ে পড়বে, নিখোঁজ হয়ে যাবে এসবের জন্যও মনকে প্রস্তুত রাখুন। ফিলিস্তিন, সিরিয়া, উইঘুর, আরাকান... পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অত্যাচারে শীকার মুসলিম দেশগুলো পরিস্থিতি দেখে নিজেকে শক্ত করুন এবং শত্রুর বিরুদ্ধে জেগে উঠুন।

৬। যত সমস্যাই আসুক না কেন আল্লাহর ইবাদত থেকে গাফিল হওয়া যাবে না, মনে রাখতে হবে এই দুনিয়াটাই পরীক্ষাক্ষেত্র। এ ধরনের বিপদ-আপদ দিয়ে আসলে আল্লাহ আমাদের যাচাই করছেন। আমরা জান্নাতের যোগ্য কি না? আমাদের ইমান আছে কিনা?

৭। প্রচন্ড অভাবের তাড়নায় আপনার বাড়িতে লুটপাট হতে পারে, হিংস্র হয়ে উঠতে পারে আশেপাশের মানুষগুলো। তাই আসন্ন পরিস্থিতি সামাল দিতে গেলে আপনার প্রতিবেশীদের এখনি বোঝান, তাদের নিয়েই পরিকল্পনা করুন। যতটা সফল হবেন, পরবর্তীতে ততটাই নিরাপদ থাকতে পারবেন। এ ক্ষেত্রে আত্মীয় স্বজনরাও দলবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করতে পারেন।

৮। ভৌগলীকভাবে আমরা বসবাস করছি গাজওয়াতুল হিন্দের অঞ্চলে। সুতরাং শত্রুপক্ষ থেকে আক্রান্ত হওয়া প্রায় নিশ্চিত, আক্রান্ত হলে প্রতিরোধ করা সকল

দেশে, সকল ধর্মে, সকল আইনেই বৈধ। ইসলাম তো (জিহাদ) ফরজ করেই দিয়েছে। সুতরাং প্রতিরোধ করার মতো মানসিক প্রস্তুতি নিন।

৯। জরুরী প্রয়োজনে তাৎক্ষনিকভাবে বাসস্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে, হিজরত করার দরকার পড়তে পারে। আবার এমনও হতে পারে অন্য এলাকা থেকে আপনার এলাকায় লোকজন নিরাপত্তা বা আশ্রয়ের জন্য ছুটে আসতে পারে। সুতরাং মুহাজির বা আনসার দুটোর জন্যই আবু বকর (রা.) এর মতো প্রস্তুত থাকুন।

ঘ. অর্থনৈতিক ও খাদ্যের প্রস্তুতিঃ

১। কৃষি কাজের মাধ্যমে নিজের খাদ্য নিজেই উৎপাদন করুন। যেমনঃ ধান, গম, আলু, শাকসবজিসহ যা প্রতিদিন আপনার পরিবারের জন্য প্রয়োজন পরে তা উৎপাদন করতে চেষ্টা করুন।

২। মাছ চাষ করুন প্রাকৃতিক পরিবেশে কোনো ফিড বা ঔষধ খাওয়ানো ছাড়া। এতে শরীরের জন্য ক্ষতিকর কিছু থাকবে না, ইনশাআল্লাহ।

৩। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবাদী পশু পালন করুন (গরু, ছাগল, ভেড়া) ইত্যাদি। বিশেষ করে ছাগল,ভেড়া পালবেন।

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ

“বেশী দিন দূরে নয়, যখন বকরী হবে মানুষের (মুসলমানদের) উত্তম মাল, যা নিয়ে সে পাহাড়ের উপরে এবং যেখানে বৃষ্টির পানি জমে (বৃষ্টিপাত হয়) সেখানে চলে যাবে, আর নিজের দ্বীনকে ফিতনা হতে রক্ষা করবে।” (সুনানে আন-নাসায়ী, ৫০৩৬)

৪। চাপ কল বা টিউবওয়েল মাটির অনেক গভীরে স্থাপন করুন। সাধারনত যতটুকু নীচ থেকে পানি উঠে তার চাইতে হাজার ফুট অথবা কতটুকু বসালে আর্সেনিক মুক্ত পানি পাওয়া যাবে বুঝে শুনে টিউবওয়েল বসান। এ ছাড়াও নদী,

পুকুর, ঝর্নার পানি বিশুদ্ধ করে ব্যবহার করতে পারবেন এমন কিছু ফিল্টার বাজারে পাওয়া যায় সম্ভব হলে কিনে রাখুন। পানি বিশুদ্ধ করতে বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বা ঔষধ ব্যবহার করবেন না। ফিল্টার না পেলে ভালো কাপড় দিয়ে কয়েকবার পানি ছেঁকে নিবেন।

৫। পর্যাপ্ত শুকনো খাবার সংগ্রহ করে রাখুন। যেমন, চিড়া, মুড়ি, সীম বা কুমড়ার বিচী, বাদাম, ছোলা, কিসমিস, খেজুর ইত্যাদি।

৬। আপনার ব্যাংক একাউন্ট, ডিপুজিট বা এ জাতীয় খাতে যত টাকা আছে তা এক মুহূর্ত ও নিরাপদ নয়, দ্রুত তুলে ফেলুন। তা দিয়ে স্বর্ণ ক্রয় করুন, গবাদী পশু কিনুন, জমি কিনুন, ব্যবসায়ী কাজে লাগিয়ে রাখুন।

৭। বাসস্থানের আশেপাশে পর্যাপ্ত ফল গাছ রোপন করুন। এবং সম্ভব হলে ভেষজ ঔষধি গাছও।

৮। বাচ্চাদেরকে এখন থেকেই চিপস, চকলেট, আইসক্রীম, ভেজালযুক্ত খাবার থেকে বিরত রাখার অভ্যাস করুন। কেননা এগুলো রোগ প্রতিরোধে ক্ষমতা দুর্বল করে দেয় এবং স্বাস্থ্যর জন্য ক্ষতিকর।

৯। শুকনো লাকড়ির (মাটির চুলায় যা দিয়ে রান্না করে) ব্যবস্থা করে রাখুন। রান্নার কাজ চালিয়ে যাওয়া যাবে সে পরিমাণ কাঠগাছ জাতীয় গাছ লাগান। যারা মাটির চুলায় রান্না পারেন না তারা শিখে ফেলুন।

৬. মূল জিহাদের প্রস্তুতিঃ

জিহাদের ময়দানে শুধু গেলেই হবে না। আপনার ইমান-আমল পাকাপোক্ত করে যেতে হবে। পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশিক্ষণ নিয়ে যেতে হবে, দ্বীনি ইলম যথেষ্ট পরিমাণে থাকতে হবে। নয়তো জিহাদের ময়দানেও পথভ্রষ্ট হতে পারেন, সাধারণ মানুষও আপনার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

১। যুদ্ধের ময়দানে নিয়মিত গোসল করার সুযোগ থাকে না। এতে যদি আপনি গোসল না করে মানিয়ে নিতে না পারেন তাহলে, ভেঙে পরবেন না। মনোবল চাঙ্গা করার চেষ্টা করবেন এমন পরিস্থিতিতে।

২। কাঁচা মরিচ খাওয়ার অভ্যাস করুন, যাতে ম্যালেরিয়া বা মশার উপদ্রব থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেন।

৩। পায়ের পাতায় ভর দিয়ে হাটা চলার অভ্যাস করুন। ময়দানে পায়ের গোড়ালির চেয়ে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে বেশি চলতে হয়। দৌড় দেওয়া, পাহাড়ে উঠা, দ্রুত হাঁটার সময় লক্ষ্য করলে দেখবেন পায়ের গোড়ালির চেয়ে পায়ের পাতাই বেশি ভর দিতে হয়। এবং ভারি কোনো জিনিসসহ অনেকক্ষন দাঁড়ি বা হাঁটার অভ্যাস করুন।

৪। পানি ছাড়া শুকনো খাবার খাওয়ার অভ্যাস করুন। আবার এতো তাড়াহুড়ো করা যাবে না গলায় আটকে মারা যেতে পারেন। তাই তাড়াহুড়ো না করে ধীরে ধীরে খাবেন।

৫। ঠান্ডা,গরম দুই মৌসুমে মোটা ভারী কাপড় পরা এবং চামড়ার জুতা পরা ধীরে ধীরে অভ্যাস করুন।

৬। আলো ও প্রচন্ড আওয়াজেও জুতা পরে ঘুমানোর অভ্যাস করুন, যদি কানে কিছু গুজে দিয়ে হলেও ঘুমাতে হয়।

৭। প্রত্যেক জিহাদপ্রিয় মুমিনদের মা-বাবা সহ পরিবারকে নির্যাতিত মুসলিম বিশ্বের অবস্থা, জিহাদে আল্লাহর সরাসরি সাহায্যের কথা এবং বিশ্বব্যাপী জিহাদ তৎপরতার সফলতা তুলে ধরে উদ্বুদ্ধ করা জরুরি। অন্যথায় পরবর্তীকালে আপনার পরিবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

৮। জিহাদের জন্য অর্থ ও স্বর্ণ সংগ্রহ করে জমা রাখতে হবে। মুজাহিদদের অর্থ সংকট বেশি। কারণ, কুফফার বিশ্বব্যবস্থা তাদের সকল লেনদেনের মাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছে, যাতে মুজাহিদরা ইন্টারন্যাশনালভাবে (বহির্বিশ্ব থেকে) টাকা সংগ্রহ করতে না পারে।

এতক্ষন যেসব প্রস্তুতির কথা বলা হয়েছে তা কেবল সাধারণ ধারনা দেয়া জন্য। এলাকাভেদে তার থেকে কম বেশী প্রস্তুতি নিতে হতে পারে। তা নিজেই চিন্তা গবেষনা করে বের করে ফেলুন। সব শেষে যে কথাটি বলে রাখতে চাই, তা এখনি বলে রাখি, প্রযুক্তি ধ্বংস অথবা সীমাবদ্ধতা হবার ফলে হয়তো উপযুক্ত সময়ে সবকিছু জানাতে পারবেন না।

মনে রাখবেন মহাযুদ্ধের পরপরই দাজ্জাল বের হওয়ার সময় খুব খুবই নিকটে চলে আসবে। দাজ্জাল বের হবার ৩ বছর আগে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টির ফলে খাদ্য উৎপাদন কমে যাবে, শেষ বছর একেবারেই বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যাবে ফলে খাদ্য উৎপাদন হবে না, আর সে তখন রুটির (কৃত্রিম খাদ্য) পাহাড় বা শ্রান নিয়ে হাজির হবে, ঘরে ক্ষুধার্ত স্ত্রী সন্তান রেখে সে শ্রান থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা বড়ই কঠিন পরীক্ষা, বড়ই কঠিন সময়।

আর ঐ মুহূর্তে যদি ধৈর্য্য ধরতে পারেন আল্লাহ আপনাকে খাদ্যের ব্যবস্থা করে দিবেন। কেননা আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণীর রিজিকের মালিক এবং তিনিই ব্যবস্থা করে দিবেন। হয়তো জানা-অজানা আরো বহু ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। তাই ধৈর্য্য হারাবেন না, অচিরেই সুদিন আসছে, ইনশাআল্লাহ।

যখনই কোন বিপদ আসে (মুমিনরা) বলে, “আমরা আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দিকে আমাদের ফিরে যেতে হবে।" (আল-বাকারাহ, ১৫৬)

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মালহামা এবং গাজওয়াতুল হিন্দের প্রস্তুতি ⁝ পর্ব- ২

এবার আলোচনায় আশা যাক, পারমাণবিক হামলা হলে কীভাবে নিরাপদ থাকবেন। যদিও বাংলাদেশে পারমাণবিক বোমা হামলার সম্ভাবনা নেই। তবে পাশের মুশরিক দেশ ভারতের যেহেতু পারমাণবিক বোমা আছে তাই আমাদের একটু সতর্ক হওয়া জরুরী মনে হচ্ছে, নিরাপত্তার দিকটিও ভাবতে হবে। যাইহোক, কীভাবে কি করবেন ঐ পরিস্থিতিতে? কীভাবে নিজেকে এবং পরিবারকে রক্ষা করবেন? তা তুলে ধরছি,

যেভাবে রক্ষা করবেন নিজেকে ও নিজের পরিবারকেঃ

কেউ কেউ হয়তো ভাবছেন, আমাদের দেশে তেজস্ক্রিয় বোমা হামলা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। তাহলে এত আয়োজন করে প্রস্তুতি নেয়ার কী দরকার? দরকার আছে। আমাদের দেশে বোমা হামলা না হোক। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে তো হতেই পারে, আমাদের দেশের সীমান্তের কাছাকাছি হতে পারে। আর এটা সাধারণ কোনো বোমা নয় যে শুধু ঐ অঞ্চলের ক্ষতিসাধন হবে, এটা পারমাণবিক বোমা যার তেজস্ক্রিয়তা বাতাসের মাধ্যমের কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত ছড়ায়।

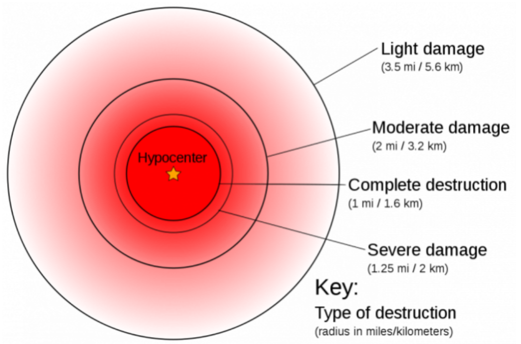

চিত্রে নিউক্লিয়ার বোমার ক্ষয়ক্ষতির রেঞ্জ দেখানো হয়েছে, Image Source: GNU_Free_Documentation_License

তেজস্ক্রিয়তা থেকে বাঁচতে হলে প্রথমে থাকার জায়গা নির্বাচন করতে হবে। বাহিরের পরিবেশের সাথে যত বেশি স্তর (ওয়াল) তৈরি করতে পারবেন ততই সুবিধা। সবচেয়ে ভালো হবে মাটির নিচে অবস্থান করতে পারলে। শহরে অনেক বাড়িতেই মাটির নিচের ঘর বা স্টোর রুম হিসেবে ব্যবহার করা হয়। আপনার বাড়িতে যদি স্টোর রুম না থাকে তবে গ্রামে বা বাসার আশেপাশে পরিবারের থাকার মতো জায়গা নিয়ে একটি নিরাপদ গর্ত খুঁড়ুন এবং গর্তের উপরে ৩.৩-৪ ফুট উঁচু করে মাটি দিন। তাছাড়া আপনি চাইলে দক্ষ প্রকৌশলীর সাহায্য নিয়ে বাতাস চলাচল এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থাও করতে পারেন। বাতাস এবং বিদ্যুৎ চলাচল জরুরী নয়তো বেশিক্ষণ অবস্থান করতে পারবেন না।

আপনি চাইলে লড়ির পিছনে যে কন্টেনার থাকে সেগুলো ব্যবহার করে মাটির নিচে ঘর তৈরি করতে পারেন। কন্টেনার'কে মাটির ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে চারপাশ দিয়ে ওয়াল তৈরি করতে পারেন এটা অনেক নিরাপদ। মাটির নিচে থেকে বের হওয়ার একটি পথও থাকতে হবে। তবে আপনার পরিস্থিতি দেখে এই পদক্ষেপে যেতে হবে নয়তো সময় আর পয়সা নষ্ট। যেহেতু বাংলাদেশে এমনটা হওয়ার সম্ভাবনা কম তাই পরিস্থিতি ঐরকম হলে বাঙ্কার বা মাটির নিচে ঘর তৈরি করতে পারেন। অন্যথায় পয়সা নষ্ট করার দরকার নেই।

যাদের গর্ত খুঁড়ে থাকার মতো অতিরিক্ত জায়গাও নেই এবং সামর্থ্যও নেই তাদের কীভাবে কি করবেন? যারা শহরে বাসা-বাড়িতে বাস করেন তারা বাসার বাহিরে দেয়ালের সাথে অতিরিক্ত স্টীল, মাটি, কংক্রিট, কাঠ ইত্যাদির যেকোনো একটি ব্যবহার করে পুরু স্তর (ওয়াল) তৈরি করতে পারেন। নিচের তালিকায় কোনটা দিয়ে কতটুকু পুরু স্তর তৈরি করা যেতে পারে তা দেয়া হলো.

- স্টীল- ২১ সে.মি. (০.৭ ফুট)
- পাথর- ২-৩ ফুট
- কংক্রিট- ২.২ ফুট
- কাঠ- ৮.৮ ফুট
- মাটি- ৩.৩-৪ ফুট

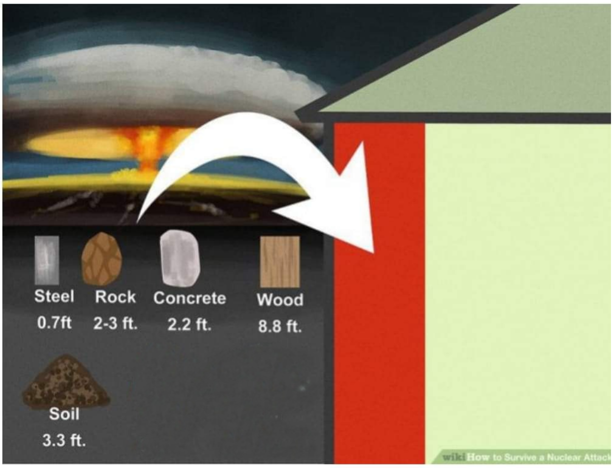

এভাবে বাহিরের দেয়ালটি স্টীল, কাঠ কিংবা মাটির স্তর দিয়ে পুরু করতে পারেন; Image Source: wikihow.com

জানালা-দরজা সবসময় বন্ধ রাখবেন। দরজা জানালা এমন হতে হবে যেন বাহির থেকে কোনো বাতাস না ঢুকতে পারে। অপরদিকে ঘরে আপনার নিঃশ্বাস থেকে যে. কার্বনডাই অক্সাইড জমা হচ্ছে সেটা নিরাপদে ঘরের বাইরে বের করার ব্যবস্থা করতে হবে। রেডিও বা টেলিভিশনের সংবাদে যখনই খবর পাবেন কাছাকাছি কোথাও তেজস্ক্রিয় বোমা হামলা হয়েছে তখনই ৫ মিনিটের মধ্যেই নিকটস্থ দালান/বাঙ্কার বা মাটির নিচের ঘরে আশ্রয় নিন। তেজস্ক্রিয় বোমা হামলার পর কমপক্ষে ২ দিন ঘর থেকে কোনো অবস্থাতেই বের হওয়ার চেষ্টা করবেন না। সবচেয়ে ভালো হয় ৮-১০ দিন ঘরে কিংবা মাটির নিচের তৈরি করা গর্তে (বাঙ্কার বা মাটির ঘরে) অবস্থান করলে। কারণ নিউক্লিয়ার বোমায় ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় অর্ধায়ু ৮-১০ দিন (একটু বাড়িয়ে বললাম সতর্কতার জন্য)।

৮-১০ দিন অবস্থান করার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য রসদ ঘরে মজুদ করতে হবে। কারণ বাতাসে তেজস্ক্রিয়তা থাকলে তা খাবারেও পড়বে। আপনি যদি ভেবে

থাকেন ২ দিন পরে গিয়ে বাজার থেকে খাবার কিনে নিয়ে আসবেন তাহলে এখনই সেই চিন্তা মাথা থেকে বের করে দিন। কারণ ততদিনে খাবারও তেজস্ক্রিয় হয়ে উঠবে। তাই প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনার।

খাবার-দাবার মজুদঃ

১। অপচনশীল খাদ্য মজুদ রাখার চেষ্টা করবেন। অপচনশীল খাবারের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্যালরি পাওয়া যাবে এমন খাদ্যের তালিকা তৈরি করাই শ্রেয়। তালিকায় যা যা অবশ্যই রাখবেন, চাল, আটা, ময়দা, শিম, শুকনা জাতীয় সবজি, মটরশুঁটি, শুকনা মরিচ, মুড়ি, প্যাকেটের বিস্কুট-চানাচুর, চিনি, গুড়, মধু, খেজুর, নুডলস, পাস্তা, গুঁড়া দুধ ইত্যাদি। এছাড়াও দীর্ঘদিন রাখা যায় এমন অপচনশীল খাদ্য মজুদ করতে পারেন। খাবারদাবার রান্না করার জন্য গ্যাস সিলিন্ডার ও চুলার ব্যবস্থা রাখবেন। অথবা, তেলে চলে এমন চুলা বা স্টোভ রাখবেন। প্যাকেজজাত যা কিনবেন তা হালাল-হারাম ই-কোড দেখে কিনবেন।

২। প্যাকেটজাত খাদ্য কিনলে অবশ্যই ই-কোড (E-Code) দেখে কিনবেন পণ্যটি হালাল নাকি হারাম। পণ্যের উপাদানে ই-কোডগুলো পাবেন। যেমন, ই-কোড ১২০ (E-Code 120) হচ্ছে একটি হারাম উপাদান। হারাম ই-কোড যে, পণ্যতে থাকবে সেটা কেনা যাবে না, খাওয়া যাবে না। এবং প্যাকেট করা সবধরনের মাংস খাওয়া থেকে দূরে থাকুন। কেননা ঐ মাংস হালাল নাকি হারাম তা জানা নেই, আল্লাহর নাম জবাই করেছে নাকি করে নাই তাও অজানা। প্যাকেটের গায়ে হালাল লিখা থাকলেও খাওয়া যাবে না।

৩। বিশ্ব সন্ত্রাস জরায়েলের কিছু কোম্পানি 3D প্রিন্ট করা মাছ-মাংস তৈরি করেছে। সেগুলো মূলত দাজ্জালের খাদ্যে ভান্ডার হবে দাজ্জাল যখন নিজেকে প্রকাশ করবে।

কেননা হাদিস থেকে পাই দাজ্জাল যখন প্রকাশিত হবে তখন বৃষ্টিপাত একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে, তার কথায় বৃষ্টিপাত হবে (ড্রোনের মাধ্যমে কৃত্রিম পদ্ধতিতে)। বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে, ফসল-ফলাদি হবে না তখন দাজ্জালের 3D প্রিন্ট করা খাদ্যে নিয়ে হাজির হবে আপনার দুয়ারে। অতএব, দূরে থাকবেন এসব খাদ্য থেকে।

৪। বড় ধরনের কন্টেইনার বা ড্রামে পানির মজুদ রাখতে হবে। প্রথমে ব্লিচিং পাউডার বা ডিটারজেন্ট দিয়ে ভালো করে কয়েকবার কন্টেইনারটি ধুয়ে নিন। তারপর পানি কমপক্ষে ১০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সিদ্ধ করে ছেঁকে পানি ঠান্ডা হওয়ার পর কন্টেইনার বা ড্রামে রাখুন। পানি এমনভাবে মজুদ করবেন যেন প্রতিদিন পরিবারের প্রতিটি সদস্যের জন্য ১ গ্যালন বা ১২ লিটারের কাছাকাছি পানির বন্দোবস্ত থাকে। অর্থাৎ একজন মানুষ দৈনিক যতটুকু পানি প্রয়োজন।

কাল সকালে বাজারে গিয়ে সবকিছু কিনে এনে মজুদ করলেন। ফেলে রাখলেন যুদ্ধ কবে শুরু হবে সেজন্য। এমন কাজ করবেন না। নিয়মিত মজুদকৃত খাবার খাবেন এবং পানি ব্যবহার করবেন। আবার সেগুলো ঠিকঠাক ভরে রাখবেন। এতে খাবার এবং পানি দুটোই ভালো থাকবে। এই মজুদের পদক্ষেপ নিবেন তখনি যখন নিশ্চিত হবেন পরিবার এবং নিজেকে টিকিয়ে রাখতে হলে, খাদ্য মজুদ করতে হবে।

যোগাযোগ করার ডিভাইস মজুদ রাখাঃ

যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে যুদ্ধের এবং সারা বিশ্বের সব খবরাখবর জানা জরুরী। তাই শুধুমাত্র ইন্টারনেট, সোস্যাইল মিডিয়া কিংবা টেলিভিশন চ্যানেলের আশায় বসে না থেকে সৌরচালিত ব্যাটারি দিয়ে চলে এমন রেডিও কিনে রাখতে পারেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়তে পারে।

মোবাইল সবসময় চার্জ করার সুযোগ নাও পেতে পারেন। তাই ফোনের ব্রান্ডের সাথে মিলিয়ে সৌরচালিত চার্জার কিনে ফেলুন। মূলত ঐসময় সোলার ছাড়া বিদ্যুৎ ব্যবস্থা না থাকার সম্ভাবনাই সবচেয়ে বেশি। এবং একটি ভালোমানের পাওয়ার ব্যাংক রাখুন, যেটা সোলার দিয়ে চার্জ দিবেন। যেন সেই পাওয়ার ব্যাংক দিয়ে মোবাইলসহ অন্যান্য ইলেকট্রনিক ডিভাইস চার্জ দিতে পারেন। পাওয়ার ব্যাংক থেকে ইলেকট্রনিক ডিভাইস চার্জ দিলে ব্যাটারি সহজে নষ্ট হবে না, ইনশা'আল্লাহ।

প্রাথমিক চিকিৎসার প্রস্তুতিঃ

১। যুদ্ধে নিহত না হোক কেউ না কেউ আহত হবে। এমন চিন্তা মাথায় রেখে এখন থেকেই কেটে গেলে সেলাই করা, ব্যান্ডেজ করা, ভাঙ্গা হাত-পা প্লাস্টার করা ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় টুকটাক প্রাথমিক চিকিৎসা শিখে ফেলুন। নূন্যতম একটি ফাস্ট এইড ব্যাগ আপনার কাছে রাখুন এবং কোন ধরনের আহত বা অসুস্থতার জন্য কী ঔষধ লাগে তা সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করুন। এর জন্য ইউটিউব বা ইন্টারনেট আপনাকে সাহায্য করতে পারে তবে এক্ষেত্রে ভুল হবার সম্ভাবনা বেশি। তাই সবচেয়ে উত্তম হবে যদি আপনি কোনো প্রশিক্ষক বা প্রতিষ্ঠান থেকে শিখতে পারেন।

২। তেজস্ক্রিয় রশ্মিগুলো ত্বকে জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করে। তাই বার্নার, স্যাভলন, এন্টিসেপটিক ক্রিম, প্যারাসিটামল, কাশির সিরাপ সহ নিত্য প্রয়োজনীয় ঔষধ সামগ্রীও মজুদ করে রাখবেন। অতিরিক্ত ব্যাটারি সহ ফ্ল্যাশলাইট, নাকে ধুলাবালি যাতে না প্রবেশ করে সেজন্য অতিরিক্ত মাস্ক, ময়লা ফেলার জন্য ঝুড়ির বদলে বড় বড় পলিথিন, রেঞ্চ এবং স্ক্রু ড্রাইভারও মজুদ রাখবেন। কিছু দিন পর পর চেক করে দেখবেন সব ঠিক আছে কিনা। তবে এরকম পরিস্থিতি কখন হবে জানা নেই, যদি ঐরকম নিশ্চিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তবে টুকটাক মজুদ রাখা যেতে পারে।

৩। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় অবশ্যই সম্পূর্ণ শরীর ঢাকা যায় এমন কাপড় পরবেন। চেষ্টা করবেন হাতে গ্লাভস বা হাত মোজা এবং মুখে মাস্ক পরার বিশেষ করে গ্যাস মাস্ক। ঘরে ঢোকার পূর্বে হাত দিয়ে কাপড় ঝাড়বেন। এতে ঘরের ভেতরে অতিরিক্ত তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা কম হবে।

যুদ্ধ একটা মারাত্মক পরিস্থিতি। সেখানে আপনাকে টিকে থাকতে হবে বুদ্ধি ও কৌশল দিয়ে অতঃপর অস্ত্রের লড়াই দিয়ে। আপনার সেই লড়াই, যুদ্ধ অবশ্যই হতে হবে আল্লাহ দ্বীন কায়েম এবং মজলুম নির্যাতিত মুসলিমদের কাফিরদের হাত থেকে রক্ষা করার নিয়তে।

আল্লাহ মুসলিম উম্মাহর সহায় হোন, দ্বীনকে বিজয়ী করার সুব্যবস্থা করে দিন, আমীন।
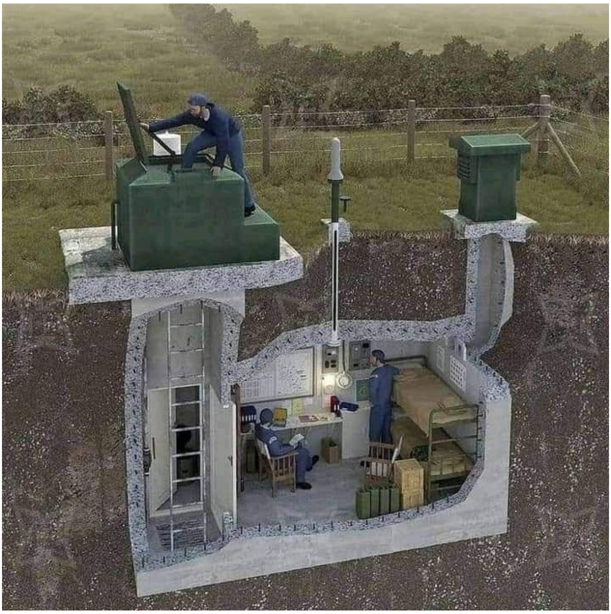
ছবিতে বাঙ্কার দেখতে যেমন হয়।